আবু লুবাবা শাহ মানসুর

আকসার কান্না

[ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস : ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র]

আকসার কান্না

[ফিলিস্তিন ও বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস : ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র]

আবু লুবাবা শাহ মানসুর

অনুবাদ : **মহিউদ্দিন কাসেমী**

সম্পাদক : **আবুল কালাম আজাদ**

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৬০, US $ 16. UK £ 11

প্রচ্ছদ : ওসামা আদনান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90472 7 8

Aqsar Kanna
by **Abu Lubabah Shah Mansoor**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

বুদ্ধিমান মানুষেরা অনেক সময় মিথ্যা বলে।
একজন বিচক্ষণ মানুষড়
যাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় পিতা
আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দীক

—অনুবাদক।

প্রকাশকের কথা

মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর। মুসলিমবিশ্বে এক সুপরিচিত নাম। তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনলাইন ঘেঁটে খুব বেশি কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবন্ত কাজগুলোই ভারত উপমহাদেশে তাঁকে এনে দিয়েছে আকাশচুম্বী খ্যাতি ও মর্যাদা। শেষ জামানার ফিতনা সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলো বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। তাঁর এমনই এক অনবদ্য গ্রন্থ *আকসা কে আঁসু*; যার অনুবাদ আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *আকসার কান্না*।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দীন কাসেমী। এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। প্রথম হিসেবে অনুবাদে কাজটি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

গ্রন্থটির সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাদের বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। মূল বইয়ের প্রুফে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভুল থেকে যাওয়ায় বেশ কিছু জায়গায় এর অনুবাদও এসেছিল ভুল। আবার কিছু বিষয় ছিল এমন, যেগুলোতে টীকা সংযোজন না করলে সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্ভেদ্য মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এমনও কিছু বিষয় আছে, যেগুলোতে খোদ লেখকই টীকা সংযোজন করেননি বা প্রয়োজনীয় রেফারেন্স সংযোজন করেননি। লেখক কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এভাবে এড়িয়ে গেছেন, তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। অন্যদের দ্বারা সংযোজিত অতিরিক্ত টীকা প্রায়শই পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে; বিধায় আমরাও একান্ত প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো ছাড়া খুব বেশি টীকা সংযোজন করিনি।

আমাদের সম্পাদনা পরিষদ ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ঘেঁটে যথাসম্ভব সঠিক তথ্যগুলো তুলে এনেছেন। বিশেষ করে ইংরেজি নামগুলোতে অনেক ভুল ছিল। দীর্ঘ সময় নিয়ে সেগুলো ঠিক করতে গিয়েও বেশ ঝক্কির শিকার হতে হয়েছে। এরচেয়ে বড় সমস্যা যা দেখা দিয়েছিল—বইটি প্রথমবার আলী হাসান উসামা সম্পাদনা করার পর দুর্ঘটনাবশত ফাইলটি নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাকআপ ফাইল থেকে এর এক-চতুর্থাংশ উদ্ধার করা গেলেও বাকিটা সময় নিয়ে পুনরায় সম্পাদনা করতে হয়েছিল। বইয়ের সম্পাদনায় আলী হাসান উসামা এবং প্রুফ-সমন্বয়ের কিছু বিষয়ে হাফিজুর রহমান সহযোগিতা করেছেন। প্রুফ-সমন্বয় এবং

সম্পাদনা শেষ হওয়ার পর আলী হাসান উসামা পুরো বইটি আবারও নিরীক্ষণ করেছেন। আল্লাহ সবাইকে তাঁদের শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরও বইয়ের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে শতভাগ গ্যারান্টি দিতে পারি না। আমরা দুর্ভেদ্য জায়গাগুলোতে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছি। আর এটা আমরা করেছি সাধারণ পাঠকদের কাছে বইটি সুখপাঠ্য করার জন্য। আমরা চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করিনি। অনুবাদ অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও বই প্রকাশে দেরি হওয়ার এটাই ছিল মূল কারণ।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, বইয়ে কোনো ধরনের ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো শুধরে নেব এবং আপনাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ থাকব।

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮

লেখকের কথা

সোনালি মুক্তা

সাধারণত কাগজের বুকে কলমের কালিতেই বই লেখা হয়। তেমনই কাগজের সমারোহে এটিও একটি বই। কিন্তু এর আলোচনাগুলো কলমের কালির নয়; বরং কলজে নিংড়ানো রক্তে লেখা কথামালায় সাজানো।

বায়তুল মাকদিস আমাদের এমন সম্মানিত ঐতিহ্য; যার সংরক্ষণ এবং দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আমাদের দিয়েছেন। ইহুদি-নাসারারা যখন এ সম্মানিত ইবাদাতখানার পবিত্রতা রক্ষা না করে তাঁর পবিত্র পরিবেশকে পাপের বিষাক্ততায় ভরিয়ে তোলে এবং বারংবার সতর্ক করার পরও অন্যায় কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে তখন মহান প্রতিপালক তাদের নির্বাচিতদের তালিকা থেকে বঞ্চিত করে উম্মাতে মুহাম্মাদির ওপর এ পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন।

যে দিন থেকে সাহাবায়ে কিরাম রা. আসমানি সাহায্যে বায়তুল মাকদিস বিজয় করেছিলেন, সে দিন থেকেই এ আমানত আমাদের আত্মমর্যাদা এবং ইমানের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে পরিণত হয়েছে। বায়তুল মাকদিসের সংরক্ষণের ব্রত পালনে যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হতে পারার মধ্যে আমাদের উন্নতির স্থায়িত্বের মূলমন্ত্র নিহিত রয়েছে। একইভাবে তার পবিত্রতায় একটু আঁচড়ই আমাদের নির্বাচিত উম্মাত হওয়ার মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে পারে।

আল্লাহর অপার মহিমায় আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি, যখন কপালপোড়া ইহুদিদের ছোঁয়া এ পবিত্র ভূমির আঙিনাকে স্পর্শ করছে। যার স্পষ্ট অর্থ হলো, হক-বাতিলের এমন মহাযুদ্ধ আমাদের সামনে অপেক্ষমাণ, যেখানে আমরা হকের পক্ষে অংশ নিয়ে অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি সৌভাগ্যের তিলক নিজেদের ললাটে নিশ্চিত করতে পারি আর সেটিই হবে আমাদের মুক্তির সনদ।

সাধারণত বলা হয়, আমাদের মাঝে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নেই, যার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা সম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে, আইয়ুবি তো অনেক আছে; কিন্তু এমন নুরুদ্দিন জঙ্গি নেই, যিনি সালাহুদ্দিনকে সুলতান সালাহুদ্দিনে পরিণত করবেন। আমাদের

মধ্যে কাদির খান অনেক আছে; কিন্তু তাকে ডক্টর আবদুল কাদির খানে পরিণত করবে—এমন কারিগরের বড়ই অভাব। অপরদিকে কোনো অচেনা তারকা নিজের আলোতে কখনো দীপ্তিমান হতে চাইলে সাধারণত তাকে অবজ্ঞা-অবহেলাই করা হয়। আমাদের উচিত, এ ধ্বংসাত্মক আচরণ পরিহার করে যোগ্যকে উৎসাহ প্রদান ও ব্যক্তি গঠনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মাটি বড় উর্বর প্রিয়, অপেক্ষা শুধু সিঞ্চনের।

এ জগতের সবচে বড় ফিতনা হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা। এ ফিতনার কেন্দ্রভূমি হবে সেই পবিত্র ভূমি। আবার সেই ফিতনার বিনাশ ও সমাপ্তিও হবে এ ভূমিতেই। এ ফিতনার প্রারম্ভিকতা আমরা ইতিমধ্যে দেখতেই পাচ্ছি। আর যারা তাকওয়া ও জিহাদি বলে বলিয়ান হয়ে মাঠে নামবে, তাদের সফলতাও আমরা দেখতে আশাবাদী। সৌভাগ্যবান তারা, যারা কিনা এ ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াকু সৈন্যদের সহযোদ্ধা হবে। এ সামান্য অশ্রুর নজরানা সেই মহামানবদের জন্যই।

আশাবাদী থাকব, যেন এ অশ্রু অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের না হয়; বরং এ অশ্রু যেন হয় বিধ্বংসী বিস্ফোরকের ফিউজতুল্য। যে অশ্রুতে থাকবে না মৃত্যুর শীতলতা; বরং সে তপ্ত অশ্রুতে থাকবে অগ্নিকুণ্ডের বিভীষিকা।

অশ্রুবিন্দুর এক ফোঁটা হবে মসজিদে আকসার নামে, যা ছিল সর্বোচ্চ সম্মানিত বান্দাগণের সিজদাবনত হওয়ার স্থান। আরেক ফোঁটা সঞ্চিত থাকবে সোনালি গম্বুজ—Dome of the Rock (ডোম অব দ্য রক)-এর ওই সোনালি মুক্তার নামে, যার আশেপাশে পবিত্র মহামানবেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাজ্জালের ফৌজের বিরুদ্ধে ত্যাগের বীরত্বগাঁথা রচনা করবেন। আল্লাহ আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আবু লুবাবা শাহ মানসুর
১ মুহাররাম, ১৪২৮

সূচি

মসজিদে আকসা	১৩
একজন মুতাসিম বিল্লাহর খোঁজে	২১
ফিলিস্তিনের স্মরণ	২৬
জেরুসালেমের স্মৃতি	৩৩
আল কুদুস	৩৯
পাথরটি সম্মানিত কেন?	৪৭
দাউদ আ.-এর সিংহাসনের পুনরুত্থান	৫৫
টাইগ্রিস থেকে নীলনদ	৬১
সুয়েজ খালের পাড়ে	৬৬
ফিলিস্তিনের সমস্যা	৭০
জেরুসালেম থেকে ব্যাবিলন	৮৪
ইসরাইল শব্দের অর্থ কী	৮৭
ব্যাবিলন থেকে জেরুসালেম	৯৪
দুই ডাক্তারের গল্প	১০০
আগামী বছর জেরুসালেমে	১০৭
রহস্যময় বর্ণের ব্যাখ্যা	১৯৩
জাতীয় গাদ্দারদের উপাখ্যান	১২৭
ফিলিস্তিন বিক্রেতাদের গল্প	১৩৩
চক্রান্তের শুরু	১৩৯
রোম থেকে তেলআবিব	১৪৮
আহ ফিলিস্তিন!	১৫৩
ফিলিস্তিনি মুজাহিদের সাথে এক বিকেল	১৬২
হে আমার গোত্রের লোক	১৭২
দুটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত	১৮০
অন্বেষণের সফর	১৮৮
বিচ্ছুর চক্রান্ত	১৯৪

বহুরূপী ব্যক্তি	১৯৯
ফ্ল্যাশ পয়েন্ট	২০৫
দাউদি পাথরের আঘাত	২১১
সুলায়মানি কাঠামো : রূপকথা না বাস্তবতা	২১৬
সামেরির গো-বৎস	২২২
বৃহত্তর ইসরাইল বলতে কী বোঝায়	২২৩
আল কুদুসের আত্মত্যাগীদের স্মরণ	২২৭
হে বনি ইসরাইল	২৩৩
লুদ-এর দরজায়	২৪৯
কাসাব্লাংকা থেকে ইসরাইলের রাজধানী	২৫৬
গাস এমিউনিম (Gush Emunim)	২৬৫
তাওরাত কী বলে	২৭৭
নিকৃষ্ট শত্রু যখন উত্তম বন্ধু	২৮২
কিয়ামাতের ছায়া	২৮৮
অত্যাচারীদের কে বোঝাবে?	২৯৩
শেষ প্রত্যাবর্তন	২৯৭
‘পশ্চিমা বিশ্ব সমগ্র ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের কর্তৃত্ব...’	৩০৬
ইসলামি বিশ্বের সামনে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ	৩১৫
তরবারির ছায়ায়	৩২০

মসজিদে আকসা

মসজিদে আকসা মুসলমানদের সম্মানের প্রতীক, বিজয়ের চিহ্ন। সম্প্রতি ইহুদিরা অসহায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে রচিত হিংস্র হামলায় ট্যাংক ও গানশিপ হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মসজিদে আকসায় মুসলমানদের রক্তনদী প্রবাহিত করেছে; যা দেখে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা রক্তাশ্রু প্রবাহিত করতে বাধ্য হয়েছে। *জরবে মুমিন* ইতিহাসের এ স্পর্শকাতর সন্ধিক্ষণে নিজেদের কর্তব্য আদায়ের জন্য বিশ্লেষণধর্মী আঙ্গিকে বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক আলোচনার অবতারণা করছে; যার মধ্যে এ পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের মর্যাদা ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে এ সম্মানিত হারামের পরিচয় ও ইতিহাস তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনে ইহুদি শাসন প্রতিষ্ঠার অবৈধ প্রয়াস, এমনকি বায়তুল মাকদিসকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জঘন্য মানসিকতাসহ ভয়াবহ চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচন করা হবে। এখানে পাঠকেরা এমন নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক আলোচনা ও রোমহর্ষক রহস্যের সন্ধান পাবেন, যা ইতিপূর্বে কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। এ লেখাগুলো শুধু একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেই নয়; বরং জিহাদি জজবার প্রাণভোমরারূপে এবং জাগরণের মূলমন্ত্র হিসেবে ইনশাআল্লাহ যুগ যুগ ধরে বিবেচিত হবে।

বিশ্বাসঘাতকতা

এতে কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বাসঘাতকতা একটি মন্দ অভ্যাস। শিষ্টাচার এবং সুশীলসমাজের চোখে বিশ্বাসঘতকতা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দিত একটি স্বভাব। বর্তমান যুগের মুসলমানরা বায়তুল মাকদিসের সাথে যে ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অমানবিকতা প্রদর্শন করেছে, ইতিহাসে তার উপমা খুঁজে পাওয়া দুরূহপ্রায়। মসজিদে আকসা মুসলমানদের তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান। তার রক্ষণাবেক্ষণ, অপবিত্র ইহুদি-নাসারাদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা মুসলমানদের সর্বোচ্চ জিম্মাদারি। কিন্তু বায়তুল মাকদিসের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু এতটুকুই

অবশিষ্ট রয়েছে—বছরে একবার মিরাজের আলোচনা করতে গিয়ে এ ঐতিহাসিক স্থানের আলোচনা করা হয়, অথবা ইসরাইলের পক্ষ থেকে তার অসম্মানের কোনো সংবাদ পত্রিকায় এলে মুসলিম যুবক ঘুমকাতুরে মানুষের মতো শুধু তা শুনে রাখে।

এতদভিন্ন তার অন্তরে আর কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না। এ লজ্জাজনক ঘটনা, যা কিনা তার জীবনকালেই ঘটে যাচ্ছে, এতে তার ভেতরে কোনো অনুভূতি খেলা করে না। পৃথিবীর সবচে ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত জাতি ইহুদিরা শুধু তা দখল করে এবং বহিরাগত সকল মুসলমানের জন্য সেখানে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্তি দেয়নি; বরং সেখানে রীতিমতো তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি-আচারপ্রথা পালন করা আরম্ভ করেছে। আজ হয়তো তারা সেখানে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রবেশ করার সুযোগ দিচ্ছে; কিন্তু তাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা এবং পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সক্ষমতা আর মুসলমান শাসকদের উপলব্ধিহীনতা এ আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে, অচিরেই তারা সকল মুসলমানের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে বায়তুল মাকদিসকে একমাত্র নিজেদের উপাসনালয় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করবে।

অবস্থার ভয়াবহতা

মিরাজের রাত্রিকে আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করি; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মিরাজের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদে আকসা ইহুদিদের দখলে চলে যাওয়ার শোক সেদিন কেউ পালন করে না। মিরাজের রাত্রিতে আমাদের এখানে মসজিদগুলো আলোয় ঝলমল করে; কিন্তু ঠিক একই সময়ে মসজিদে আকসার ওপর ঘন কালো আঁধার এবং ইহুদিদের রাজত্ব ছেয়ে থাকে।

মিরাজ উপলক্ষে আমাদের মসজিদগুলোতে বড় ধরনের লোক সমাবেশ হয়; কিন্তু মসজিদে আকসার শোকার্ত পরিবেশে তখন শুধু নির্জনতার সমাগম ঘটে। শবে মিরাজকে আমাদের মুসলিম সমাজে শরিয়তের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হলেও মিরাজের সন্ধিস্থল পবিত্র বায়তুল মাকদিস রক্ষার জন্য জিহাদকারীদের ন্যূনতম মর্যাদাও দেওয়া হয় না। আমাদের বক্তারা মিরাজের ঘটনার বৃত্তান্ত এবং শবে মিরাজের মর্যাদা ও গুরুত্বের আলোচনা করতে গিয়ে রাত কাটিয়ে দেন; কিন্তু এ পবিত্র ভূমির ওপর যে শোকের আঁধারকালো রাত্রি ছেয়ে আছে তার সমাপ্তি কবে হবে, কীভাবে হবে—তার আলোচনা কোনো বক্তাই করেন না। সে প্রগাঢ় অন্ধকারকে দূর করে বিজয়ের সোনালি সকাল নিকটবর্তী করার ভাবনা কেউই ভাবেন না।

ইহুদিরা বারবার চাপ প্রয়োগ করছে, যেন মুসলমানরা বায়তুল মাকদিসের দাবি ছেড়ে দিয়ে জেরুসালেমের বাইরে 'আবু দেস' নামক গ্রামকে সম্মানিত ভূমি হিসেবে গ্রহণ করে। এ জন্য তারা ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করছে, নির্যাতন এবং বলপ্রয়োগ করে তাদের এটা মেনে নিতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের না এটা জানা আছে, আর না তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য কোনো উদ্যোগ আছে।

ইহুদিরা ফিলিস্তিনের সীমানাকে বিশ্ব মুসলিমের জন্য চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের কোনো মুসলমান সেখানে কোনোভাবেই প্রবেশ করতে পারছে না। ফিলিস্তিনের নিরীহ মুসলমানরাও উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। মসজিদে আকসার একটি দেয়ালকে তারা নিজেদের ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। বায়তুল মাকদিসের জায়গায় সুলায়মানি কাঠামো নির্মাণের নামে পবিত্র কাঠামোকে ধ্বংস করতে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কিন্তু অবস্থার প্রচণ্ড ভয়াবহতার অনুভূতিটুকুও আমাদের নেই। ইহুদিদের গুলি ও ট্যাংকের বিরুদ্ধে পাথর এবং গুলতি নিয়ে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়া নিরীহ ফিলিস্তিনিদের অসহায়ত্ব এবং অক্ষমতার অনুভূতিও নেই। এ অবস্থায় মসজিদে আকসা চিৎকার করে আমাদের ডাকছে—হে মুসলমানরা, তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধের কী হলো? শুধু নামাজ আদায় করেই কি তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে? ইসলামের প্রতীকসমূহ সংরক্ষণ না করেই কি তোমাদের মর্যাদা রক্ষা হবে? মসজিদে আকসার পর অন্য মসজিদগুলোর নিরাপত্তা কি বহাল থাকবে? কিন্তু মুসলমানরা নিজেদের অবস্থার ওপর আনন্দেই রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে জুমআ এবং ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ, শবে মিরাজ উদযাপনই হচ্ছে ইসলামের সাথে পরিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার মাপকাঠি।

এ কাজগুলো যে সঠিকভাবে করবে, পরকালে মসজিদে আকসা সম্পর্কে তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে অভিশপ্ত ইহুদিদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারেও তাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। মুসলমানরা ভাবছে, ইহুদিদের এ অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা তাদের ওপর ফরজ নয়। করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিতকারী অত্যাচারিত মা-বোনের জন্য, হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরানো আহত যুবকদের জন্য কিছু করা তাদের ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ঝড়ের পূর্বাভাস

বিক্ষুব্ধ ঝড়ের পূর্বে যেমনিভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠে একধরনের চাপা শান্ত ভাব বিরাজ করে, তেমনিভাবে কিছুদিন যাবৎ ফিলিস্তিনে হানাদার ইহুদিদের কোনো ধরনের বড় অভিযানে লিপ্ত না হওয়া মূলত একটি বিধ্বংসী পরিকল্পনার পূর্বাভাস ছিল; যা অতীতে মসজিদে আকসায় সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত সকল মুসলমানের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল; যা রীতিমতো চোখে আঙুল দিয়ে উম্মাতে মুসলিমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল—নিরীহ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সুবিচার এবং মসজিদে আকসার পুনরুদ্ধার গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে অর্জিত হবে না; জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের নজরানা দিয়েই তা অর্জন করে নিতে হবে। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে থাকার মাধ্যমে তার কোনো সমাধান আসবে না, মিছিল-মিটিং করেও তা অর্জন করা যাবে না; বরং অদৃশ্য শক্তির ওপর ভরসা রেখে ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

২২ হাজার মুসলমানের সমাবেশে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের মসজিদ ত্যাগ করতে বাধ্য করার সাহস অভিশপ্ত ইহুদিরা কোত্থেকে পেল? এর কারণ কি শুধু এই নয় যে, তারা মুসলমানদের নিরস্ত্র থাকতে বাধ্য করতে পেরেছে এবং অপরদিকে ইহুদি সৈনিকরা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতিটি নাগরিক সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে গড়ে উঠেছে।

ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মধ্যেও জিহাদি জজবার ঘাটতি নেই; কিন্তু তাঁদের যেসব নেতৃবৃন্দ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে, তারা অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য আর জিহাদি জজবাশূন্য। তাই ইহুদি আগ্রাসনের মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করা, তার প্রতিরোধে সময়োপযোগীভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রস্তুত করার পদক্ষেপ না নিয়ে তারা নামসর্বস্ব কমিটি গঠন করে আলোচনার নামে যে সময়ক্ষেপণ করছে, তা একদিকে মুসলিমবিশ্বকে প্রতারিত করছে, অন্যদিকে ইহুদি গোষ্ঠীকে নিজেদের আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে।

ফিলিস্তিনি জনসাধারণ এবং জিহাদি জজবায় উদ্বুদ্ধ আলিমগণের মাধ্যমে পরিচালিত সংগঠনগুলো কোনো ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছে না। সারা পৃথিবীর দানশীল ব্যক্তিবর্গের সাথেও তাদের যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই। এভাবেই একদিকে সাধারণ ফিলিস্তিনিরা অসহায়ত্বের গ্লানি নিয়ে ইহুদিদের